ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৯ বর্ষ ১৬তম সংখ্যা | ১৬ ভাদ্র ১৪২২, ৩১ আগস্ট ২০১৫

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত

বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতে চেয়েছিলেন–উপাচার্য

যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ১৫ আগস্ট ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন উপলক্ষে ঢাবি কর্তৃপক্ষ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল- সকল ভবন ও হলে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির

জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, আলোচনা সভা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

এ উপলক্ষে সকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন শেখ, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড ইউনিটের সদস্য প্রকৌশলী মফিজুল ইসলাম, কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোঃ রেজাউল ইসলাম, কারিগরি কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হক, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি শাজাহান পাটোয়ারী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ১৯৭৫ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের কথা ছিল। সেদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা হয় নি। এর আগেই ঘাতকদের নির্মম বুলেটে তাঁকে শাহাদাৎ বরণ করতে হয়। উপাচার্য বঙ্গবন্ধুকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, অভিধানে যত ভালো গুণ আছে, সবকিছুরই অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি শিক্ষকদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন কার্যক্রম শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অনলাইনের মাধ্যমে প্রার্থীদের ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া গত ২৪ আগস্ট ২০১৫ থেকে শুরু হয়েছে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই ভর্তি কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভর্তি প্রক্রিয়া উদ্বোধন করে উপাচার্য বলেন, এ বছর ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনের যোগ্যতা অনেকটাই শিথিল করা হয়েছে। কিছু নতুন বিভাগ চালু হওয়ায় আসন সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ÔKv‡jv w`emÕ cwjZ

যথাযথ মর্যাদায় গত ২৩ আগস্ট ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কালো দিবস পালিত হয়েছে। ২০০৭ সালের ২০-২৩ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের উপর সংঘটিত অমানবিক, বেদনার্ত ও নিন্দনীয় ঘটনা স্মরণে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে ঢাবি কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কালো ব্যাজ ধারণ এবং আলোচনা সভা।

এ উপলক্ষে সকাল ১১:৩০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবরসহ কারা নির্যাতিত ছাত্র, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি ও কারিগরী কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ২০০৭ সালের ২০-২৩ আগস্টের ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বলেন, এই চক্রই পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করেছে, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট জননেত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। ২০০৭ সালের বিভীষিকাময় দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ তখন অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাহসী ভূমিকা সেদিন গণতন্ত্র বিকাশের পথকে সুগম করেছিল। তিনি বলেন, ২০০৭ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে সজাগ থাকতে হবে। এসব ঘটনার পেছনের কুশীলব ও নির্দেশদাতাদের সম্পর্কেও সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ২০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ফুটবল খেলা দেখার সময় কতিপয় সেনাসদস্য ছাত্রদের মারধর করেন। এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ প্রেক্ষিতে তৎকালীন সেনা সমর্থিত সরকার সান্ধ্য আইন জারী করে এবং ২৩ আগস্ট রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪জন শিক্ষক এবং ৮জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে নির্যাতন চালায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালো দিবস উপলক্ষে গত ২৩ আগস্ট ২০১৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান।

মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বিশ্ব নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে–উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ২৬ আগস্ট ২০১৫ আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টার আয়োজিত 'মৌলবাদী রাষ্ট্র গঠন' শীর্ষক নাজমুল করিম স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্মারক * ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এতদিনে বাংলাদেশ শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করত–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে "টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট" শীর্ষক ৬ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১৭ আগস্ট ২০১৫ আইইআর ভবনে শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আউয়াল খানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের পরিচালক বনমালী ভৌমিক বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। প্রকল্পের সমন্বয়ক অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের কাছে অনুকরণীয় আর্দশ হিসাবে নিজেদের উপস্থাপনের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতা এবং দূরদর্শী নাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে সামগ্রিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। কোন বিষয় শিক্ষার্থীদের শেখানোর আগে শিক্ষকদের ভালোভাবে শিখতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশেও তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। উপাচার্য জাতীয় শোকের মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতে চেয়েছিলেন—উপাচার্য

*১ম পৃষ্ঠার পর

সবাইকে 'তুই' বলে সম্বোধন করলেও একজন তরুণ শিক্ষককেও 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি অত্যন্ত সৎ, উদার ও সাহসী ছিলেন। সাধারণ মানুষের ভাগোন্নয়নের সংগ্রামে তিনি মৃত্যু, জেল, জুলুমকে কখনও ভয় পান নি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাতে তিনি বাসায় অবস্থান করছিলেন। আজীবন তিনি আভিজাত্য নিয়ে রাজনীতি করেছেন। ঘাতকদের বুলেটের সামনেও তিনি অবিচল ছিলেন। এই আভিজাত্য নিয়েই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করেন। উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলর বাঙালি জাতিকে বিশ্বাসঘাতকের জাতি হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকের এই অভিধা থেকে মুক্তি পেতে এবং কৃতজ্ঞ জাতি হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে 'আরাধ্য বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। পরে উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। এর আগে টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ায় 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, বাদ যোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ প্রত্যেক হল ও আবাসিক এলাকার মসজিদে দোয়া মাহফিল এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৬ আগস্ট ২০১৫ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইবিএ'র পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক মো. রেজাউল কবির এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহকারী অধ্যাপক খালেদ মাহমুদ। এছাড়া অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ হল

জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে এক প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রার্থনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার এমপি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মুকুল বোস, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবিদ আল হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্স, জগন্নাথ হল শাখার সভাপতি সুপ্রিয় কুণ্ডু রাজেস এবং জগন্নাথ হলের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ।

শুভ্রা মুখোপাধ্যায়-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

উপাচার্য এক শোকবাণীতে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। আপাদমস্তক বাঙালী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনে একজন অসামান্য গৃহকর্ত্রী। যিনি একদিকে ছিলেন অতি সাধারণ জীবনযাপনকারী অন্যদিকে ছিলেন একজন সঙ্গীত শিল্পী, চিত্রকর ও লেখক। তিনি বাংলাদেশের একজন ভালো সুহৃদ ছিলেন, জন্মভূমির প্রতি ছিলো তাঁর বিশেষ অনুরাগ। তিনি তাঁর নিজ গ্রামে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর মায়ের জমিতে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা ভাষা ও শিল্পাঙ্গণে অপূরণীয় ক্ষতি হলো।'

উল্লেখ্য, ১৯৪০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের নড়াইলের ভদ্রবিলা গ্রামে শুভ্রা মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় চাঁচড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। কলকাতায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৫৭ সালের ১৩ জুলাই প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসেবে সুনাম কুড়ানো শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ভালো চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তিনি একজন সুলেখিকা, 'চোখের আলোয়' ও 'চেনা অচেনায় চিন' শীর্ষক দু'টি গ্রন্থের রচয়িতা। লিখেছেন অসংখ্য গল্প, প্রবন্ধ ও ফিচার। ২০১৩ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশ সফর করার সময় তিনি সফরসঙ্গী ছিলেন এবং সে সময় নিজ জন্মভূমি পরিদর্শন করেন। শুভ্রা মুখোপাধ্যায় নয়াদিল্লীর একটি সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৮ আগস্ট ২০১৫ সকালে মৃত্যুবরণ করেছেন।

উপাচার্য তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ঢাবি সাংবাদিক সমিতির দায়িত্ব হস্তান্তর ও অভিষেক অনুষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির দায়িত্ব হস্তান্তর ও অভিষেক অনুষ্ঠান গত ২০ আগস্ট ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সাংবাদিক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া, প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, সাংবাদিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বোরহানুল হক সম্রাটসহ প্রাক্তন ও বর্তমান সমিতির নেতৃবৃন্দ। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫'এর ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি একইসাথে জেল হত্যাকাণ্ডের শিকার ৪ নেতাকে স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে শুধু দেশ নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও পিছিয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি এক অনন্য সংগঠন যে সংগঠন নিয়মিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে প্রতিবছর তাদের নেতা নির্বাচন করে থাকে। তরুণদের প্রতি তিনি আস্থা ব্যক্ত করে বলেন, তাদের মধ্যে প্রাণময়তা আছে, তারা হতাশায় নিমজ্জিত নয়। এই আয়োজনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। তরুণ সাংবাদিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয় নির্মোহভাবে তারা তা প্রচার করে থাকে। সবশেষে সকল নবীন ও বিদায়ী সদস্যদের উপাচার্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০১৫ উপলক্ষে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের উদ্যোগে গত ১২ আগস্ট ২০১৫ ঢাবি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক র‌্যালির নেতৃত্ব দেন।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এতদিনে বাংলাদেশ শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করত –উপাচার্য

* ১ম পৃষ্ঠার পর

নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষার আধুনিকায়নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি ড. কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন গঠন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এতদিনে বাংলাদেশ শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করত উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করতেই ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

উল্লেখ্য, দেশের তৃণমূল শিক্ষকদের জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। দেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী স্কুল-কলেজের ৯০জন শিক্ষক এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি টিম ওয়ার্ল্ড এশিয়ান কেস কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়ন

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড এশিয়ান কেস কম্পিটেশন ২০১৫' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের একটি ৪-সদস্যের টিম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। দেশে ফিরে বিজয়ী দল গত ২৫ আগস্ট ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিন্যান্স বিভাগের প্রভাষক এবং দলের প্রশিক্ষক ও উপদেষ্টা মো. সাইমুম হোসেন-এর নেতৃত্বে দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন মো. মহিউদ্দিন ভূঁইয়া, শুভ্র ইম্মানুয়েল রোজারিও ও শাদমান হক। এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৪১টি টিম অংশগ্রহণ করে। মূল প্রতিযোগিতার প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠিত হয় গত ২২ আগস্ট। টিমের সদস্যবৃন্দ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সার্বিক সহযোগিতা, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য আন্তর্জাতিক এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করায় টিমের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান।

১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন কার্যক্রম শুরু

*১ম পৃষ্ঠার পর

বিশেষত: কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডার বিভাগ এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং বিষয়েও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

উল্লেখ্য, খ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৯ অক্টোবর ২০১৫ শুক্রবার, চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান) ১০ অক্টোবর ২০১৫ শনিবার, গ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১৬ অক্টোবর ২০১৫ শুক্রবার, চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা (অংকন) ১৭ অক্টোবর ২০১৫ শনিবার, ক-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩০ অক্টোবর ২০১৫ শুক্রবার এবং ঘ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৬ নভেম্বর ২০১৫ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে।

এ শিক্ষাবর্ষে মোট আসন সংখ্যা ৬৬৫৫টি, যার মধ্যে ক-ইউনিটে ১৬৬০টি, খ-ইউনিটে ২২৫০টি, গ-ইউনিটে ১১৭০টি, ঘ-ইউনিটে ১৪৪০টি এবং চ-ইউনিটে ১৩৫টি আসন সংখ্যা রয়েছে। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৬৫৮২টি।

ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ও অনলাইন সার্ভিস ফিসহ ভর্তি পরীক্ষার ফি ৩৫০/-(তিনশত পঞ্চাশ) টাকা নির্ধারিত হয়েছে। টাকা জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ এবং প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে ১৭ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টা থেকে পরীক্ষার দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত।

বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

তারেক-মিশুক স্মরণে সড়ক নিরাপত্তা সংলাপ

তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরের ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তারেক 'মাসুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' ও ব্র্যাকের উদ্যোগে 'সড়ক নিরাপত্তা সংলাপ ২০১৫' শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ২০ আগস্ট ২০১৫ শামসুননাহার হল-সংলগ্ন সড়ক দুর্ঘটনা স্মৃতিস্থাপনা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

সংলাপে বক্তব্য রাখেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, তারেক মাসুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারপারসন ও চলচ্চিত্র নির্মাতা ক্যাথরিন মাসুদ, ব্র্যাকের সিনিয়র ডিরেক্টর আসিফ সালেহ, 'নিরাপদ সড়ক চাই' আন্দোলনের প্রধান ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ইলিয়াস কাঞ্চন এবং মিশুক মুনিরের সহধর্মিনী মঞ্জুলি কাজী।

উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, তারেক মাসুদ-মিশুক মুনীরের সড়ক দুর্ঘটনাটি সড়ক হত্যাকাণ্ড। তিনি বলেন, অবৈধ লাইসেন্সধারী চালক, ফিটনেসবিহীন গাড়ি, বিচারে দীর্ঘসূত্রতা, পথচারীদের অসচেতনতা এসব কারণেই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে হবে। একইসঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনারোধে তরুণ প্রজন্মকে ক্যাম্পেইনের উদ্যোগ নিতে তিনি আহ্বান জানান।

এছাড়া, আলোচনায় বক্তারা সড়ক দুর্ঘটনার বিভিন্ন কারণ ও সম্ভাব্য প্রতিকারের দিকগুলো নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর সন্ধ্যায় তারেক মাসুদ, মিশুক মনির ও সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে সড়ক দুর্ঘটনা 'স্মৃতিস্থাপনা চত্বরে প্রদীপ প্রজ্জলন করা হয়।

'আনোয়ারা বাসিত স্মারক বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৫'

'নীরবতাকে ভেঙ্গে করি শব্দপ্রপাত' স্লোগানকে ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগের সংস্কৃত ডিবেটিং ক্লাব ও রোকেয়া হলের রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গন আয়োজিত এবং আনোয়ারা বাসিত মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় 'আনোয়ারা বাসিত স্মারক বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৫' গত ১২ আগস্ট ২০১৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি মো. আল-আমিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক, সংস্কৃত ডিবেটিং ক্লাবের উপদেষ্টা অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি'র মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন বলেন, আনোয়ারা বাসিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন আন্দোলন, স্বাধীনতা পরবর্তী প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নারী আন্দোলনে আনোয়ারা বাসিত ছিলেন অগ্রণী। জীবন দর্শন ও নারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তাতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে এবং আমাদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এ ধরনের বিতর্ক প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্কৃত ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর (বিতর্ক) চন্দনা রানী বিশ্বাস। আনোয়ারা বাসিতের কর্ম ও জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তাঁর পৌত্রী ও সংস্কৃতিকর্মী জুয়েরিয়াহ মউ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গনের সাধারণ সম্পাদক তাহমিনা আফরোজ পুন্নি।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

বৃটিশ কাউন্সিল দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক

বৃটিশ কাউন্সিল দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক (সামাজিক) মিস সাজিয়া খাওয়াক গত ১৮ আগস্ট ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বিভিন্ন সামাজিক ও একাডেমিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃটিশ কাউন্সিলের মধ্যে সামাজিক কর্ম, যুব উন্নয়ন, নেটওয়ার্কিং এবং যুব উদ্যোক্তা বিষয়ক যৌথ প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে শিগ্‌গিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারেও তারা ঐকমত্য পোষণ করেন। এছাড়া, তারা দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ-দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

রবীন্দ্র অধ্যাপক মাহেশ প্রসাদ আহিরওয়ার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত রবীন্দ্র অধ্যাপক মাহেশ প্রসাদ আহিরওয়ার গত ১৬ আগস্ট ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে এক বিদায়ী সাক্ষাৎ-এ মিলিত হন।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচার রিলেশানস (আইসিসিআর)-এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র চেয়ার-এর ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে ভারতের বিশিষ্ট কলা বিশেষজ্ঞ মাহেশ প্রসাদ আহিরওয়ার নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং বিগত এক বছর চারুকলা অনুষদের সাথে সম্পৃক্ত থেকে শিল্পচিন্তা ও চেতনা বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেন। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একাডেমিক গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালনের জন্যে অধ্যাপক মাহেশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতেও আইসিসিআর-এর সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উলেখ্য, অধ্যাপক মাহেশ প্রসাদ আহিরওয়ার চারুকলা অনুষদে বক্তৃতা প্রদান, সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। অধ্যাপক মাহেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে তাঁর সন্তোষের কথা উপাচার্যকে জানান এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে পুর্নবার আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বৃটিশ কাউন্সিল দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক (সামাজিক) মিস সাজিয়া খাওয়াক গত ১৮ আগস্ট ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

চারুকলা অনুষদের শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচার রিলেশানস (আইসিসিআর)-এর সহযোগিতায় নিয়োগপ্রাপ্ত রবীন্দ্র অধ্যাপক মাহেশ প্রসাদ আহিরওয়ার গত ১৬ আগস্ট ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে এক বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন।

ঢাবি এবং হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল-এর মধ্যে চুক্তি সই

দেশে প্রবীণ অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ এবং হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের মধ্যে গত ১৬ আগস্ট ২০১৫ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান সুদীপ চক্রবর্তী এবং হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর নির্ঝরিনী হাসান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এএসএম আতীকুর রহমান এবং হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনালের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল একযোগে কাজ করবে। এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে তারা যৌথ সাংস্কৃতিক প্রচারাভিযানও পরিচালনা করবে। এছাড়া, তারা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবীণ জনগোষ্ঠী বিষয়ক ইন্টার্ণশিপ ও মাঠ জরিপ কর্মসূচীর আয়োজন করবে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এই উদ্যোগ দক্ষ ও সুনাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাবি এবং সুইস ট্রমা-এইড এর মধ্যে চুক্তি সই

বাংলাদেশে স্নায়ুরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিভাগ এবং সুইজারল্যান্ডের ট্রমা-এইড/হ্যাপ-এর মধ্যে গত ১৭ আগস্ট ২০১৫ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং সুইজারল্যান্ডের ট্রমা এইড/হ্যাপ-এর প্রেসিডেন্ট হ্যানা এগলি-বার্নড নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শাহীন ইসলাম এবং বিভাগীয় শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় 'সাইকোট্রমাটোলজি এন্ড ইএমডিআর বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুইজারল্যান্ডের ট্রমা-এইড/হ্যাপ যৌথভাবে কাজ করবে। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজনে ট্রমা-এইড/হ্যাপ কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবে। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে দীর্ঘ-মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রেও সংস্থাটি সহায়তা করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ট্রমা-এইড কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এই উদ্যোগ দেশের সাধারণ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে স্নায়ুরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিভাগ এবং সুইজারল্যান্ডের ট্রমা-এইড/হ্যাপ-এর মধ্যে গত ১৭ আগস্ট ২০১৫ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং সুইজারল্যান্ডের ট্রমা এইড/হ্যাপ-এর প্রেসিডেন্ট হ্যানা এগলি-বার্নড নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন।

মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বিশ নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

-উপাচার্য

* ১ম পৃষ্ঠার পর

বক্তৃতা প্রদান করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। স্বাগত বক্তব্য দেন নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. নেহাল করিম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মৌলবাদীরা হত্যা-শিরোচ্ছেদের মত নৃশংসতার মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশ্ব নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অসাম্প্রদায়িক চেতনার লালন ক্ষেত্র হিসেবে অভিহিত করে উপাচার্য বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল এই বিশ্ববিদ্যালয়েও মৌলবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এদের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সজাগ থাকতে হবে। শোকের মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সকল পশ্চাৎপদতা থেকে দেশকে মুক্ত করে আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক জাতি গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের মানসিকতার উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ এবং ড. কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। এছাড়া, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উচ্চ শিক্ষার মান- উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতেই ঘাতকরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরবর্তীতে সামরিক সরকারগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের উদ্যোগ না নেয়ায় দেশ আবার পশ্চাৎপদতার দিকে ধাবিত হয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পন্ন বাংলাদেশ গড়তে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

স্মারক বক্তৃতায় অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, তালেবানী বিশ্বাস প্রসূত কিছু রাজনৈতিক দলের কারণেই বাংলাদেশ পশ্চাৎপদতা থেকে আধুনিকতা অর্জন করতে পারেনি। এসব রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বারবার আঘাত হানছে। পরীক্ষার সময় তারা হরতাল, অবরোধ, পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ, স্কুলে অগ্নি সংযোগ ও নারী শিক্ষার বিরোধিতা করে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ নষ্ট করেছে। তিনি বলেন মানুষ হত্যা করে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা যায়না।

'না বলা কথাগুলো না বলেই হোক বলা' স্লোগান নিয়ে গত ১৯ আগস্ট ২০১৫ ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশন প্রযোজিত 'গর্ভবতী বর্তমান' শীর্ষক মূকনাট্য ও দৃশ্যায়ন প্রদর্শনী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটমন্ডলে উদ্বোধন শেষে উপভোগ করছেন প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও অলিয়ঁস ফঁসেজের পরিচালক ব্রুনো প্লাস।

Urban INGO Forum এবং দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের Center for Urban Resilience আয়োজিত দু'দিনব্যাপী '3rd Urban Dialogue- ২০১৫' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৫ আগস্ট ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শহীদুল্লাহ মিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন Habitat for Humanity-এর জাতীয় পরিচালক জন এ আর্মস্ট্রং। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

গত ৮ আগস্ট ২০১৫ ঢাকা ইউনিভার্সিটি পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনস্থ এ্যালামনাই ফ্লোরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ছবিতে প্রধান অতিথির সাথে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০১৫-২০১৬ গত ২৪ আগস্ট ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে উদ্বোধন করা হয়। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) ও স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

'১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর উদ্যোগে গত ১৩ আগস্ট ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কাজী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক পেলেন ৩ কৃতী শিক্ষার্থী

বিএস সম্মান এবং এমএস পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান, প্রাণ-পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের ৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থী কাজী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। এছাড়া, রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করায় ১জন শিক্ষার্থীকে কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ২৫ আগস্ট ২০১৫ টিএসসি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে পদক ও পুরস্কার তুলে দেন। অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন এবং পরিসংখ্যান, প্রাণ-পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. সন্‌জিদা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ সালেহ চৌধুরী 'দাবাগুরু কাজী মোতাহার হোসেন' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিসংখ্যান, প্রাণ-পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এ জলিল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সাংবাদিক কাজী রওনক হোসেন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রয়াত অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, মানব সভ্যতার উন্নয়নে তিনি অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর আদর্শ ও রচনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। উপাচার্য বলেন, শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত করা। এক্ষেত্রে কাজী মোতাহার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। তিনি বলেন, কাজী মোতাহার হোসেনের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। উল্লেখ্য, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন।

কাজী মোতাহার হোসেন স্মৃতি স্বর্ণপদক প্রাপ্তরা হলেন মিরাজুল ইসলাম, খন্দকার আকিব মোহাম্মদ ও কামরুন নাহার কেয়া। এছাড়া, ৩য় বর্ষের ছাত্র মোশাররফ হোসেন কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন পুরস্কার লাভ করেন।

বৃক্ষরোপণ অভিযান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবরি কালচার সেন্টার এবং বৃক্ষরোপণ ও সৌন্দর্যবর্ধন কমিটির যৌথ উদ্যোগে ক্যাম্পাসে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপন অভিযান গত ১৯ আগস্ট ২০১৫ উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন চত্বরে একটি রঙ্গন গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান, কলেজ পরিদর্শক ড. বিমল কান্তি গুহ, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, সাধারণ সম্পাদক মো. রমিজ উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ এবং এর যথাযথ পরিচর্যার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়ু দূষণ মোকাবেলায় গ্রাম ও শহরের সর্বত্র বৈচিত্র্যময় গাছের চারা রোপণ করতে হবে। উপাচার্য শোকের মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, দেশকে সবুজায়ন করতে বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী শুরু করেছিলেন।

অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার পেলেন ১২ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০১৪ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জনকারী ১২জন কৃতি শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। গত ২৪ আগস্ট ২০১৪ আরসি মজুমদার অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এই পুরস্কারের চেক তুলে দেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে "বহে নিরন্তর নাট্যধারা" শীর্ষক অধ্যাপক সিতারা পারভীন স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আলী যাকের। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী।

পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা হলেন- জেনিনা ইসলাম আবির, মো. রুমান সিকদার, নাজমা আখতার, নিশাত পারভেজ, ছোটন দেব নাথ, মৌসুমী খাতুন, সাহিবুর রহমান, তৌফিক আজিজ, ফারজানা সুলতানা, ফারহানা জেসমিন, মুশফিকা ইসলাম এবং শরিফা উম্মে শিরিনা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রয়াত অধ্যাপক সিতারা পারভীনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন নানামুখী গুণাবলীর অধিকারী একজন অত্যন্ত মেধাবী, নিষ্ঠাবান ও আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি নানাভাবে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এই দৃষ্টান্তগুলো অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা তাঁকে সব সময় স্মরণ রাখবে। শিক্ষা মূলত অনুপ্রেরণার। শিক্ষার্থীদের যত অনুপ্রেরণা দেওয়া যায়, ততই তারা উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়। অধ্যাপক সিতারা পারভীনের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা অনুসরণ করে আলোকিত সমাজ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখার জন্য উপাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক "বহে নিরন্তর নাট্যধারা" শীর্ষক সারগর্ভ প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য দেশবরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্ব আলী যাকেরকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কন্যা এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীন ২০০৫ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

ফার্মেসী অনুষদের ডিন্‌স এ্যাওয়ার্ড পেলেন ১জন শিক্ষক ও ৪জন শিক্ষার্থী

গবেষণায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১জন শিক্ষক এবং স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ৪জন শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অনুষদের ডিন্‌স এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। এছাড়া, ২জন শিক্ষার্থী 'কথাশিল্পী সরদার জয়েনউদ্দিন স্বর্ণপদক' এবং ৭জন 'বদরুন্নেসা গফুর স্মৃতি বৃত্তি' লাভ করেছেন। গত ১১ আগস্ট ২০১৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট, স্বর্ণপদক ও সনদপত্র তুলে দেন।

ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন ও বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিলের সহ-সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার। ফার্মেসী অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত হওয়ার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, উন্নত দেশ গড়তে শুধুমাত্র একাডেমিক ফলাফলই যথেষ্ট নয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তিনি বলেন, জাতি গঠনে তাঁর অনন্য অবদান কখনও ভুলে গেলে চলবে না।

উপাচার্য বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের কথা ছিল। সেদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘাতকদের নির্মম বুলেটে ওইদিন ভোররাতেই তাঁকে শাহাদৎ বরণ করতে হয়। উপাচার্য শোকের এই মাসে জাতির জনকের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ডিন্‌স এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষক হলেন - অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত এবং শিক্ষার্থীরা হলেন - নুসরাত আহমেদ, ফাবলিহা আহমেদ চৌধুরী, তাসনুভা তাসনিম ও সাবরিনা চৌধুরী রাকা।

কথাশিল্পী সরদার জয়েনউদ্দিন স্বর্ণপদকপ্রাপ্তরা হলেন - নুসরাত আহমেদ ও ফাবলিহা আহমেদ চৌধুরী।

বদরুন্নেসা গফুর স্মৃতি বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন - সানিয়া আশরাফী, ফারজানা কবির, ফারিনা আজিজ, ফাহাদ ইমতিয়াজ রহমান, লুবা বিনতে মাহবুব, দীপঙ্কর কুমার শীল, তাপসী নাহিদ সুলতানা এবং পৌষালী সাহা।

ঢাবি শিক্ষকের টিনভারজেন এ্যাওয়ার্ড লাভ

ঢাবি পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রভাষক আজমেরী জামান ২০১৫ সালের 'ISI Jan Tinbergen Awards Competition for young statisticians from developing countries' এ প্রথম হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর লিখিত "A Bias-Corrected Approach to Rotnitzky Jewell Criteria for Appropriate Correlation Structure Selection in Generalized Estimating Equations", শিরোনামের গবেষণাপত্রের জন্য তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেন। পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডঃ মাহবুব লতিফের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই গবেষণা কর্মে সহ-গবেষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গের প্রফেসর আব্দুস এস. ওয়াহেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান, প্রাণ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের প্রফেসর ডঃ ওয়াসিমুল বারী।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫